দৈনিক বাংলা

তারিখ 19 OCT 1993
পৃষ্ঠা ৫ কলাম ৭

৫৩

স্কুল ছাত্রদের বিনামূল্যে চিকিৎসা

সরকার আগামী ২০০০ সালের মধ্যে সকল প্রাইমারী ও মাধ্যমিক স্কুলের ছাত্রছাত্রীদের জন্য বিনামূল্যে চিকিৎসা নিশ্চিত করার কথা ঘোষণা করেছেন। সরকারের ঘোষিত পরিকল্পনা দুই হাজার সালের মধ্যে সবার জন্য স্বাস্থ্য নিশ্চিত করা। বর্তমান ঘোষণা তারই অংশ।

পঞ্চাশের দশক থেকে দেশের পুরানো ১৯টি জেলায় ২৫টি স্কুলে হেলথ ক্লিনিক চালু রয়েছে। নতুন ব্যবস্থায় স্বাস্থ্য সেবার মানোন্নয়ন কর্মসূচী পর্যায়ে সম্প্রসারণ করা হবে। এই কর্মসূচী বাস্তবায়নের জন্য প্রতিটি জেলা শহরে দুজন স্কুল মেডিক্যাল অফিসার, একজন ফার্মাসিস্ট, একজন পাবলিক হেলথ নার্স ও একজন হেলথ ইন্সপেক্টর নিয়োগ করা হবে। তারা স্বাস্থ্য সম্পর্কে ছাত্রদের সচেতন করে তুলতে সেমিনারের আয়োজন করবেন। একাজে বিদ্যালয়ের শিক্ষকদেরও সম্পৃক্ত করা হবে। থানা পর্যায়েও স্বাস্থ্য শিক্ষা অফিসারের পদ সৃষ্টি করার উদ্যোগ নেয়া হচ্ছে। এছাড়া বর্তমান প্রকল্পের অধীনে ছাত্রছাত্রীদের হেলথ কার্ড দেয়া হবে। এসব হেলথ কার্ডের মাধ্যমে থানা ও জেলা সদর সরকারী হাসপাতাল থেকে ছাত্রদের ওষুধ সরবরাহ করা হবে। এই কর্মসূচীতে থাকছে বিদ্যালয় ছাত্রছাত্রীদের স্বাস্থ্য পরীক্ষা ও পর্যবেক্ষণ, ব্যক্তিগত স্বাস্থ্য কার্ড রক্ষণাবেক্ষণ, দৈহিক ত্রুটি সংশোধন, মলমূত্র নিষ্কাশন, কৃমিমুক্তকরণসহ ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে স্বাস্থ্য অভ্যাস গড়ে তোলা।

বর্তমানে দেশে ৬৪ হাজার প্রাথমিক ও মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে ১ কোটি ৬০ লাখ ছাত্রছাত্রী পড়াশোনা করে।

সরকারের গৃহীত এই কর্মসূচী নিঃসন্দেহে একটি বলিষ্ঠ ও শুভ উদ্যোগ। ছাত্রছাত্রীদের সুস্বাস্থ্য তাদের মেধার বিকাশের ক্ষেত্রে, পড়াশোনায় অভিনিবেশের ক্ষেত্রে বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ। সেদিক থেকে এই প্রকল্প দেশের ভবিষ্যৎ জনশক্তি গড়ে তোলার জন্যও বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ।

তবে জেলা শহর থেকে কিংবা থানা সদর থেকে গ্রাম–গঞ্জের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলির স্বাস্থ্য তদারকির ক্ষেত্রে যেন কোন সঙ্কট সৃষ্টি না হয়, সেদিকে বিশেষ মনোযোগের দরকার আছে। তাছাড়া ছাত্রছাত্রীদের সদর থেকে ওষুধ সরবরাহের যে পরিকল্পনা নেয়া হয়েছে তার বাস্তবায়নও বেশ দুরূহ বলে মনে হয়। কারণ ওই ওষুধ আনতে যাওয়া, সেখানে গিয়ে লাইন ধরে নিয়ে আসাও সমস্যার সৃষ্টি করতে পারে। গ্রামের সাধারণ মানুষের পক্ষে যাতায়াত খরচও অনেক সময় বোঝা হয়ে দাঁড়াতে পারে। ফলে, এই ব্যবস্থা প্রবর্তনের মূল উদ্দেশ্য বাধাগ্রস্ত হতে পারে।

এক্ষেত্রে যা বিবেচনা করা দরকার তা হল এই ওষুধের সরবরাহ নিশ্চিত করা। আমরা মনে করি যে চিকিৎসক বা পর্যবেক্ষক এই ব্যবস্থা তদারকি করবেন। ওষুধ সরবরাহের দায়িত্বও যদি তাকে দেয়া হয়, তাহলেই কেবল রোগ নির্ণয় ও চিকিৎসা ব্যবস্থার মধ্যে একটি সমন্বয় সাধন সম্ভব হতে পারে। আশা করি, সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ বিষয়টি বিবেচনা করে দেখবেন।